করিবে না। যেহেতু শ্রীবিষ্ণু বিশ্বব্যাপী হইয়াও শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিতে সাক্ষাৎ প্রকট থাকেন; ইহা তাঁহার স্বভাব। যেহেতু শ্রীভগবানের নিবাসক্ষেত্র প্রভৃতির মহাতীর্থস্থ প্রতিপালন করিয়া সেই ক্ষেত্রবাসী কীট প্রভৃতিরও কৃতার্থতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ আবির্ভাব স্থান শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতির সম্বন্ধেও শাস্ত্রে এমনই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে—যেস্থানে শ্রীশালগ্রামশিলা বিদ্যমান আছেন, তথায় তিন যোজন পর্য্যন্ত স্থান পরমপবিত্র তীর্থ। সেই তিন যোজন স্থানের মধ্যে যে কোনও স্থানে দান, জপ, হোম—যাহাই করা হউক, সকলই কোটিগুণ ফলপ্রদ। পদ্মপুরাণেও দেখা যায়—শালগ্রাম সমীপে চতুর্দ্দিকে একক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে গয়া প্রভৃতি দেশে জাত অধম মানুষও মরিয়া বৈকুণ্ঠ ভুবনে গমন করে। অতএব শ্রীমূর্ত্তি পূজার যে আধিক্য, তাহাই নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২৯৪ ॥

১১।১১।৪১—৪৭ শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পূর্ব্বে পাত্রনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে যে পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পাত্রভিন্ন আরও একাদশটি পূজার অধিষ্ঠান দেখান হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলমূর্ত্তি! এইক্ষণ অধিষ্ঠানভেদে পূজার সাধনভেদ দেখাইতেছি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ একাদশটি অধিষ্ঠানের নাম শ্রবণ কর। (১) সূর্য, (২) অগ্নি, (৩) ব্রাহ্মণ, (৪) গো, (৫) বৈষ্ণব, (৬) আকাশ, (৭) বায়ু, (৮) জল, (৯) ভূমি, (১০) আত্মা, (১১) সর্ব্বভূত। এই একাদশটি আমাকে পূজা করিবার স্থান। তন্মধ্যে সূর্য্য অধিষ্ঠানে ত্রৈবিদ্যাদ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মময়ী উপাসনা দ্বারা আমাকে পূজা করিবে। অগ্নিতে ঘৃতের দ্বারা, ব্রাহ্মণে আতিথ্যবিধানের দ্বারা, গরুতে তৃণ-জলাদি দ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধুভাবে সৎকারের দ্বারা, হৃদয়রূপ আকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা, বায়ুতে মুখ্যবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণদৃষ্টি দ্বারা, জলে জলাদি উপচারে তর্পণাদি দ্বারা, স্থণ্ডিলরূপ ভূমিতে রহস্যমন্ত্র-ন্যাসাদি দ্বারা, আত্মাকে পরমাত্মাশ্রিতরূপে, সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে সমত্ব দৃষ্টিতে অর্চ্চন করিবে। সাবহিত চিত্তে পূর্ব্ব উল্লিখিত সর্ব্ব অধিষ্ঠানেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত আমার চতুর্ভুজ প্রশান্তরূপ ধ্যানকরতঃ পূজা করিবে। এস্থানে সর্ব্বত্র চতুর্ভুজরূপে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও উপাসনার দুইপ্রকারে ভেদ দেখা যায়। প্রথম—মন্দিরলেপনাদি দ্বারা যেমন সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা শ্রীবিগ্রহের উপাসনা করা হয়, তেমনই অন্তর্য্যামী পরমাত্মদৃষ্টিতে কোন দেহের পরিচর্য্যা করিলে, সেই দেহের